মঞ্জির ফিল্মস্ নিবেদিত

সূর্যসাক্ষী

রঙীন

পরিচালনা অগ্রদূত

পরিবেশনা ময়ূর মুভীজ

মহানায়ক উত্তমকুমারের অবিস্মরণীয় অভিনয়ে প্রোজ্জ্বল
শ্রীমতী সুনন্দা চৌধুরী নিবেদিত / মঞ্জির ফিল্মসের

সূর্যসাক্ষী

[ফুজি কালার]

পরিচালনা : **অগ্রদূত** সংগীত : **প্রবীর মজুমদার**

প্রযোজনা : **বিভূতি লাহা ও পিনাকী চৌধুরী**

কাহিনী : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। চিত্রনাট্য : কুণাল মুখার্জী॥ সহযোগিতায় : মন্টু ব্যানার্জী, আশীষ সরকার॥ গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুনীলবরণ, হৃদয়েশ্বর পাণ্ডে এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ("একবার গাল ভরা মা ডাকে")।

নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে : **মান্না দে, আরতি মুখার্জী, জয়ন্তী সেন ও সায়ন্তনী মজুমদার।**

চলচ্চিত্রায়ন : বিভূতি লাহা, বৈদ্যনাথ শাসক॥ সম্পাদনা : সুবোধ রায়॥ শিল্প নির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র॥ রূপসজ্জা : বশির আমেদ॥ ব্যবস্থাপনা : রমেশ সেনগুপ্ত॥ শব্দানুলেখন : অনিল তালুকদার॥ সংগীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী ও বলরাম বারুই॥ নৃত্য পরিকল্পনা : মিস্ শেফালী॥ সহযোগী পরিচালনা : মন্টু ব্যানার্জী ও আশীষ সরকার॥ স্থির চিত্রগ্রহণ : এড্না লরেঞ্জ॥ প্রচার সচিব : কল্যাণী দত্ত॥ প্রচার অঙ্কন : নির্মল রায়, পালিত, ভবানীপুর লাইট হাউস, সিলকো প্রিন্ট, রতন বরাট। পরিচয়পত্র লিখন : দিগেন ষ্টুডিও॥ প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপান্থনন॥ ফিল্ম সেন্টার (বোম্বাই) ও ফিল্ম সার্ভিসেস্ (কলিকাতা) ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত এবং ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি ষ্টুডিওতে গৃহীত।

ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনায় : **আলপনা দাস**, গৌতম চৌধুরী, ভোলানাথ রায়, শ্যামল ব্যানার্জী॥ সংগীত পরিচালনায় : পরিমল দাশগুপ্ত॥ সম্পাদনায় : মিহির ঘোষ॥ চিত্রায়ণে : ভবতোষ ভট্টাচার্য, গোপীনাথ রায় ও ভোলা নায়েক। শব্দানুলেখনে : রথীন ঘোষ, বীরেন নস্কর॥ শিল্প নির্দেশনায় : গোপী সেন, নরহরি মাঝি॥ রূপসজ্জায় : শেখ বেবু, সরোজ নন্দী, সুরেশ মজুমদার, বিশ্বনাথ দাস, কানাই দে॥ ব্যবস্থাপনায় : সুনীল দাস, বিষ্ণুপদ দে, চণ্ডী বর, জগন্নাথ॥ আলোক নিয়ন্ত্রণে : শম্ভু ব্যানার্জী, নিতাই শীল, হরিপদ হাইত, গুণানিধি লোংকা, জগু সিং, তুলসী ভট্টাচার্য, দিবাকর রাইত॥ প্রচারে : শম্ভু সাহা, শঙ্কর রাউথ ও ইন্দ্রানী দত্ত॥

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত॥ নির্মল গুপ্ত (প্যাটেল ইণ্ডিয়া)॥ পার্বতী সাহু (রামপুরহাট)॥ হোটেল হিন্দুস্থান ইণ্টারন্যাশনাল॥ হস্পিটাল এ্যাপ্লায়েন্সেস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী॥ এস, আর, আগরওয়াল (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টিম্বার্স)॥ সিনে অ্যাডভান্স ও আনন্দবাজার পত্রিকা॥

ঃ রূপায়ণে ঃ

উত্তমকুমার, মৃণাল মুখার্জী, মহুয়া রায়চৌধুরী, ছায়া দেবী, গীতা দে, সান্ত্বনা বসু, কুমারী শকুন্তলা, কমল মিত্র, অসিতবরণ, মন্টু ব্যানার্জী, বিপ্লব চ্যাটার্জী, দিলীপ বসু, গিরীশ চক্রবর্তী, দুষ্টু ব্যানার্জী, বাপ্পাদিত্য রায়, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য, হরিপদ সেনগুপ্ত, অনিল খাঁ, রাজু টক্কর, মুনমুন, বুলা, জয়া, অসীম, প্রবীর, রতিকান্ত, শাকিলা, রূপালী, চৈতালি, রাকেশ ও আরো অনেকে।

বিশ্ব পরিবেশনায় ঃ ময়ূর মুভীজ

কাহিনী

উত্তরবঙ্গের দুই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অবিনাশ মুখোপাধ্যায়। দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু। কান্তিভূষণ অবিনাশবাবুর ব্যবসার গোড়াপত্তনও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যচক্রে একটিমাত্র কাঠগোলা ছাড়া কান্তিবাবুর আজ আর কিছুই নেই। তাঁর হৃত প্রাচুর্য ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন এখন তাঁর দুই পুত্রকে ঘিরে। অমরনাথ আর দেবকুমার। অমরনাথ সংসারের সব দায়িত্ব তার কাঁধে তুলে নিয়েছে, দেবকুমার শিল্পী, দিল্লীর সংগীত কলেজে সে পড়াশোনা করে। অমরনাথ পিতার স্বপ্নকে বাস্তব করতে যেন ত্যাগী সন্ন্যাসী। তাই নিজে সংসারী না হয়ে সংসারের সব দায়িত্ব পালনে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অমর দেবুর অভিভাবক, হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।

অমরের এই ত্যাগ কিন্তু মা মণিকুন্তলার দৃষ্টি এড়ায় না। দেবকুমার প্রাণচঞ্চল এক যুবক। দিল্লীতে তার পরিচয় হয় রীটা স্যানিয়েলের সঙ্গে। ক্ষণিকের পরিচয় অন্তরঙ্গতায় রূপান্তরিত হয়। ঘটনা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে যখন দেবু সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়। প্রথম হবার সংবাদ রীটাকে দিতে গিয়ে আহত হয়ে দেবু ফিরে এলো, প্রেম ঘৃণায় পরিণত হ'ল, ফিরে এলো আপন ঘরে!

বাড়ীতে আনন্দোচ্ছল পরিবেশে দেবুর সঙ্গে অবিনাশবাবুর একমাত্র কন্যা লিলির বিয়ে স্থির হ'ল। মা আপত্তি জানালেন, অমরের বিয়ে না দিয়ে তিনি দেবুর বিয়ে দেবেন না। কিন্তু অমরের যুক্তির কাছে সব ভেসে গেল। শুভদিনে ওদের বিয়ে হ'ল, বর-কনে বাড়ীতে ঢুকবে—অতীতের অভিশাপ স্বরূপ সামনে এসে দাঁড়ালো রীটা। আনন্দোচ্ছল বাড়ী হঠাৎ যেন অশুভ আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেল। ঘটনা মোড় নিল এখানেই—রীটা টুরিষ্ট লজে দেবুর কাছে

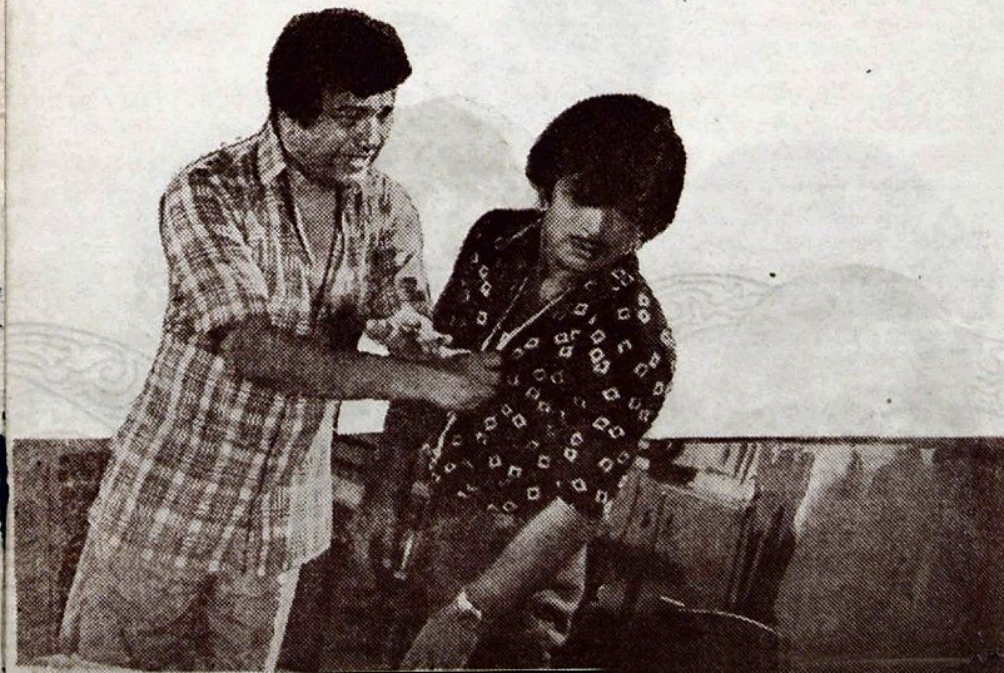

পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবী করে। না পেলে দেবুর সামাজিক সম্মান সে ধূলোয় লুটিয়ে দেবে বলে শাসায়।

মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত দেবু। কিন্তু লিলির ভালোবাসা যেন দেবুকে অনেক শান্তি দিল। লিলি বলে, "ওগো মেমেরা তো সুখী হতে আসে না, সংসারকে সুখী করতেই আসে।" মধুচন্দ্রিমার সুখের দিনে সূর্যসাক্ষী রেখে ওদের মধ্যে এলো শুভ সংবাদ—লিলি মা হতে চলেছে।

সুখ বোধ হয় বেশীদিন স্থায়ী হয় না—রীটা আবার এল। হৃতসুখ ফিরিয়ে আনতে দেবু অবিনাশবাবুর সই নকল করে সুদখোর গুরুপদ মণ্ডলের কাছ থেকে টাকা নিয়ে রীটাকে দেয়। দেবুর এই সই জালের খবর সবাই জানলো। সবাই ঘৃণার চোখে তাকে দেখছে। লজ্জিত, অপমানিত দেবু বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেল।

কন্যাসন্তান মামণিকে রেখে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে লিলি বিদায় নিলো। দেবু জানালো না এ সংবাদ। হতাশায় জর্জরিত দেবুকে হঠাৎই একদিন উদ্ধার করলো রীটা। রীটা দেবুকে বোঝায় তার সত্যকার মানসিকতা। সেদিনের ঘটনার জন্য সে দায়ী ছিল না, সত্যই সে দেবুকে ভালোবাসে। রীটার মাধ্যমেই দেবু পরিচিত হয় বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও অসীম বসুর সঙ্গে। উন্নতির সোপানে দেবু ধাপে ধাপে উঠতে থাকে। ভাগ্যদেবী বোধহয় অদৃশ্য থেকে লক্ষ্য করছিলেন। রীটা দেবুকে কাছে পেতে চাইলো। বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালো অসীম বসু। দেবুকে পৃথিবী থেকে সরাতে চাইলো অসীম। এ সংবাদ রীটা দেবুকে জানাতে গিয়ে অসীমের 'টাই'এর বাঁধনে দম বন্ধ হয়ে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলো। দেবু রেল লাইন ধরে পালাতে গিয়ে অসীমের গুণ্ডার হাতে পড়লো। দেবুর পায়ে গুলি লাগে, এ্যাটাচি ছিটকে পড়ে, তবু পালায়। অসীম-প্রেরিত গুণ্ডার মৃত্যু হয়।

চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ে দেবকুমার নিহত। কান্তিভূষণের কোন স্বপ্নই সার্থক হ'ল না তবু দেবুর কন্যা মামণিকে নিয়ে ভুলতে চেয়েছিলেন এই দুঃখ, তাও হ'ল না। কান্তির মৃত্যুতে সংসারে নামলো দুঃখের ঘন ছায়া। অমরনাথ একমাত্র ভাইঝি আর বিধবা মাকে নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। অপরদিকে দেবু হ'ল 'কুমার'—সঙ্গীত জগতে উজ্জ্বল তারকা। দেবুর জীবন আজ সৌরভে পূর্ণ। কিন্তু তার পূর্ণতা কই? দেবু ছুটে চললো তার জীবনের সঞ্চিত অর্থ নিয়ে তার ঘরে, আপনজনের মাঝখানে জীবনের পূর্ণতার সন্ধানে। এখানে সে এক ছদ্মবেশী আগন্তুক।

দেনার দায়ে আজ কান্তিবাবুর বাড়ী নীলাম হচ্ছে। দাবীদার সুদখোর গুরুপদ মণ্ডল। ছদ্মবেশী কুমার নীলামে তার পিতার সম্পত্তির মালিক হ'ল।

অমর চোখের সামনে ভয়ংকর দিনগুলো যেন স্পষ্ট দেখে। সেখানে বিধবা মা অসহায়া, দেবুর কন্যা মামণি দেহ বিক্রি করে অন্ন জোগাচ্ছে, এক ভয়াবহ হতাশা।

প্রকৃতিও বোধহয় অঝোর ধারায় বর্ষণের মধ্যে দিয়ে তার দুঃখ জানাচ্ছে।

বর্ষণসিক্ত রাত্রে দেবু এলো নিজেদের বাড়ীতে। কেউ চিনলো না। তাছাড়া জগতের চোখে আজ সে মৃত। কিন্তু দেবুর সামাজিক পুনর্বাসন কি সম্ভব? সম্ভব হলেও মানসিক পুনর্বাসনের ব্যাপারটা তখন কি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না? ঘটনা বিবর্তনের এই চৌমাথায় দাঁড়িয়ে দেবুর মত আপনিও উৎকণ্ঠা আর উজ্জীবনের সামিল হোলে ক্ষতি কি!

সংগীত

(১)

গীতিকার : সুনীলবরণ।
শিল্পী : মান্না দে ও আরতি মুখার্জী।

আমি আর আমাতে নেই (হায়)
হারিয়ে ফেলেছি কখন মন
জানি না এর নাম জীবন না স্বপন
না, ভালোবাসাতে মরণ
হারিয়ে ফেলেছি......
ভাবতে অবাক লাগে এত কাছাকাছি
এই পৃথিবীর একটি কোণে শুধু আমরা
দুজন আছি
সূর্য মেঘের বুকে লুকিয়ে নিজের মুখ
যেন আকাশের কানে কানে বলে
এই তো পরম সুখ
জানি না এর নাম...মরণ হারিয়ে ফেলেছি...
সুখেরই স্বর্গে এখন আমরা মুখোমুখি
এই মুহূর্তে আমাদের চেয়ে বলো
আর কে এমন সুখী
জীবন যে এত রঙীন স্বপ্নেও দেখিনি আগে
হৃদয়কে যত দেখছি নতুন চোখে
ততই ভালো লাগে
জানি না এর......মরণ হারিয়ে ফেলেছি...।

(২)

গীতিকার : সুনীলবরণ।
শিল্পী : মান্না দে।

গান, গান, গান ছাড়া কি আছে আমার
গান যে প্রাণ আমার
তাই দেবো উপহার
গান, গান, গান ছাড়া কি আছে আমার।
এসেই পড়েছি যখন এই শুভ-দিনে
স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা, ভরা থাক মনে
জীবন বীণায় উঠুক
আনন্দ ঝংকার।
গান, গান, গান ছাড়া কি আছে আমার।
আগামী দিনের আলো
হোক আরো উজ্জ্বল
খুশীর তরঙ্গে মন
হোক আরো উচ্ছল
স্বরলিপি হয়ে থাক এই শুভ সজ্জা
সুরের ছোঁয়ায় যদি
ফোটে নিশিগন্ধা
সুবাস ছড়িয়ে দেবে চির শুভ কামনার
গান, গান, গান ছাড়া কি আছে আমার।

(৩)

গীতিকার : সুনীলবরণ।
শিল্পী : মান্না দে ও সায়ন্তনী মজুমদার।

মান্না : অ্যা, কি বললে...আঃ হা...
আমি আজ দিওয়ানা
দুনিয়াকে মানি না...
আঃ আঃ আঃ আঃ
এ-কি কথা শোনালে রাণী
চাঁদ বদনী ধনী
আহ্লাদে প্রাণ আটখানা...
সায়ন্তনী : এতদিন যা চেয়েছিলাম
আজ বুঝি তাই পেয়ে গেলাম
স্বপ্ন কবে সত্যি হবে
তারি দিন গোনা।
মান্না : দাক্ষিণাত্য থেকে বুড়ী
এনেছে বাহারী চুড়ি
নিটোল হাতে মানায় যাকে
আছে একজনা
আমি আজ দিওয়ানা
দুনিয়াকে মানি না...
সায়ন্তনী : ভাবনায় যদি এত সুখ থাকে
তবে বলো
দুচোখ ভ'রে দেখবো যেদিন
কি আনন্দ হবে
আমি ভাবতে পারছি না।
মান্না : ড্রিম তা-না না-না দির না
ড্রিম তা-না না-না দির না
চেঁ পাটে'গী দুই জনে তোমার
কোলের কাছে
'হুঁ' করে চেয়ে আছে,
'হুঁ' করে চেয়ে আছে
কোনটা পছন্দ বলে ফেলো না
পা-সা-পা-সারে গা-মা
আমি বীর গামা—
সায়ন্তনী : অসভ্য কোথাকার
মান্না : আমি আজ দিওয়ানা,
দুনিয়াকে মানি না॥

(৪)

গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।
শিল্পী : মান্না দে ও সহশিল্পীবৃন্দ।

জেতো হারো
যৌবনটাকে নিয়ে জুয়া খেলো যত পারো
চোখে আঙুরের নেশা—নেশা—নেশা
চেয়ে দেখো আজকে যুবতীরাত
গোলাপী আমেজে মেশা
এ মনটা হেঁয়ালী যে, খুশীতে খেয়ালী যে
Come on Sing
দ্যাখোনিকো দেখা দিয়ে বুদ্‌বুদ্ কেমন মিলায়
তারি মতো যৌবনে রামধনু ক্ষণিকের
রং যে বিলায়
জোনাকী জ্বলে নেভে কী লাভ অত ভেবে
Come on Sing
জীবনের পেয়ালাটা চুমুকেই শেষ করে দাও
তারি সাথে হৃদয়ের বেহালাটা
তুফানের সুরে ভরে নাও
মোমের বাতি মোম জ্বলে সে কতক্ষণ
Come on Sing

(৫)

গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।
শিল্পী : মান্না দে।

একটু কাঁদাতে পারো
যাতে বুক হালকা হয়
শুধু ক' ফোঁটা চোখের জল
এ চাওয়াটা বেশী কিছু নয়
একটু কাঁদাতে পারো
যাতে বুক হালকা হয়।
এতো জল নদীতে সাগরে
তবু জল নেই আমার দু চোখে
বুকভরা জ্বালা নিয়ে আমি
হাসি তবু সব সুখে দুখে
বৃষ্টি নেই এমন মেঘেই
আমার আকাশ ভ'রে রয়
আমায়...
একটু কাঁদাতে পারো
যাতে বুক হালকা হয়
একটু কি পারো না কাঁ[illegible]
চা[illegible]াই
মরুকে ভিজিয়ে দি[illegible]
বর্ষার মেঘ হতে চাই
ফল্গু নদী যায় না দেখা
চোখের আড়ালে সে রয়
আমায়...
একটু কাঁদাতে পারো
যাতে বুক হালকা হয়।

(৬)

গীতিকার : হৃদেশ্ পাণ্ডে।
শিল্পী : মান্না দে।

Part—I
ইত্‌নী সুন্দর দুনিয়ামে
জিন্দগী কা নহী কোই মোল
ইয়ে তো রঙ্গমঞ্চ পর অভিনয় সী পহেলী
ভর ভর উমঙ্গ লে কে তরঙ্গ
গাঁউ ম্যায় গীত খুশী কে
ফির ভী শান শওকৎ সে মুদ্‌কে নয়ন
বন্ধ বলে জানা হ্যায় তো সব ছোড়কে॥
Part—II
ম্যায়নে তেরে লিয়ে ও জানেমন্
হ্যায় ম্যায়নে সহেলী সব বদনামী
কিঁউ চুপ চুপ সী নই নবেলী
করতী হো আনাকানী
জগ্ জগ্ মে তেরী ইয়াদ্ মে রাতী
নিন্দিয়া হুই বেগানী
তড়পু দীপ দিয়া বন্ বাতি
নীরস ভই জিন্দ্‌গানী
জরা বইহেরো থোড়া শুনলো
কিঁউ করতী হো নাদানী॥

(৭)

গীতিকার : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
সুরকার : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
শিল্পী : জয়ন্তী সেন।

একবার গাল ভরা মা ডাকে
মা বলে ডাক,
মা বলে ডাক
মা বলে ডাক মাকে।
ডাক এমনি করে আকাশ ভুবন
সে ডাকে যাক ভ'রে
আর ভায়ে ভায়ে এক হয়ে যাক
যেথানে যে থাকে
একবার গাল ভরা মা ডাকে...

———

উত্তমকুমার

দীর্ঘজীবী হউন

সূর্যসাক্ষী

ছবির পরিবেশক ময়ূর মুভীজ কর্তৃক প্রচারিত

কমার্স হাউস, ৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, ৬ষ্ঠ তল, কলিকাতা-৭০০০১৩
থেকে ময়ূর মুভীজের প্রচার ও জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত।
মুদ্রণে : ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩
* গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শ্রীপঞ্চানন। *